কমপিউটারের কল্যাণে প্রতিবন্ধীরা পেল নতুন জীবন

ইথার হান্নান

আজকাল প্রতিবন্ধীরাও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। ৪৬ বছর বয়স্ক মূক ও বধির, প্রতিবন্ধী রেফাতউল্লাহ এ পর্যন্ত মোট ১২০টি মেডেল ও ট্রফি অর্জন করে প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। '৮৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা থেকে অংশ নিয়ে রেফাত পান ষষ্ঠ স্থান। এরকম হাজার রেফাতউল্লাহ নিজেদের কর্ম দ্বারা পাল্টে দিচ্ছে প্রতিবন্ধী সম্পর্কে এতদিনের বিরূপ ধারণা। অন্ধ, বধির, মানসিক ও শারিরীকভাবে বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীরা সমাজের একটি আলাদা 'শ্রেণী' এই দৃশ্যপট আজ বদলে গেছে। আধুনিক কমপিউটার যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে এদেরকে যথার্থ শিক্ষা দিলে এরাও পারে কর্মক্ষেত্রে সাধারণের মতই নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে, মেধা ও মনন দিয়ে পারে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আনতে।

আমাদের দেশে যদিও প্রতিবন্ধীদের জন্য কমপিউটারের প্রসার বলা চলে একেবারেই ঘটেনি, কিন্তু উন্নত বিশ্বের প্রতিবন্ধীরা বসে নেই। তারা কমপিউটারকে তাদের শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে কাজের মধ্যে। আমেরিকার মাইক্রো ওভার ফ্লো করপোরেশনের মালিক ডন ডালটন শুরুতে মুখে কাঠি ধরে সেই কাঠি দিয়ে কী বোর্ডের বাটন টিপে তার পি.সি. চালাতেন। কিন্তু এখন সেটি করছেন কথা বলে। কমপিউটারের সাথে যুক্ত হেড সেটের মাইক্রোফোনে তিনি প্রয়োজনীয় শব্দ বলছেন এবং শব্দটি মনিটরে ভেসে উঠছে– কাজটি আঙ্গুল দিয়ে বাটন টেপার চেয়েও সহজতর। এ পদ্ধতিতে মিনিটে ১০০টি শব্দ টাইপ করে তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে তার কোম্পানীর কর্মসূচী ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখছেন।

২৫ বছর আগে ইলিনয়স নদীতে ডুবন্ত পিলারে আঘাত লেগে ডালটনের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। গুরুতর আহত হয়ে তাকে দশমাস হাসপাতালে কাটাতে হয়। এরপর হুইল চেয়ার নির্ভর হয়ে ডালটন ফিরে আসেন তার কাজে। একটি কার বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা ছিল ডালটনের কাজ। সহকর্মীদের সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অপরের গলগ্রহ ভাবতে থাকেন। দিনে অন্ততঃ কয়েকবার তার ইউরিন ব্যাগ খালি করবার জন্য সহকর্মীদের অনুরোধ করতে তিনি বিব্রত বোধ করতেন। কয়েক মাস পর তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ ছেড়ে দেন এবং নিজেই একটি ইলেকট্রনিক স্টোর খুলে বসেন। কিন্তু শারীরিক জড়তা এবং বিভিন্ন অসুবিধার কারণে এটিও বেশ কয়েক বছর করার পর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয় স্ত্রীর সঙ্গেও তার ডিভোর্স হয়ে যায়। এইসব ঘটনা তাকে দারুনভাবে মুষড়ে দেয়। শেষে, কমপিউটার তাকে এনে দেয় নতুন জীবন। কমপিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কিভাবে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে সহায়তা করে সে ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দিতে থাকেন বিভিন্ন নাগরিক পুনর্বাসন কেন্দ্রে। প্রতিবন্ধীদের মাঝে কমপিউটার প্রশিক্ষণে যথেষ্ট আগ্রহ দেখে ১৯৯০ সালে গড়ে তোলেন মাইক্রোওভার ফ্লো নামক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি। কমপিউটার নকশাকারী ২৫টি প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার বিতরণ কাজেও তিনি জড়িয়ে পড়েন। কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় মাইক্রো ওভার ফ্লো-কে তিনি স্থানান্তরিত করেন দশ কামরার বিশাল অফিসে। নিয়োগ করেন ৯ জন অফিস সহকারী। যাদের মধ্যে পেরী ব্রাউস একজন কমপিউটার প্রোগ্রামার, অথচ সে নিজেই পড়া ও শেখার কাজে দারুনভাবে অক্ষম। আরো আছেন ক্রিস্টিন রিতজিত একজন দৃষ্টিহীন মহিলা অথচ তিনি দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এভাবে ডন ডালটন সবধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মাইক্রো ওভার ফ্লো-এর মাধ্যমে এপর্যন্ত প্রায় ১ হাজার প্রতিবন্ধীকে কার্যক্ষম করে তুলেছেন, তাদের জীবনে জ্বালিয়েছেন আশার আলো।

ডালটনের মত অন্য প্রতিবন্ধীরাও কমপিউটারের সাহায্যে উন্নত পদ্ধতিতে লিখতে, পড়তে, অপরের সাথে কথা বলতে, এমনকি গবেষণাও করতে পারছেন। এখন অনেক প্রতিবন্ধীই ডাটাবেস এন্ট্রি, গ্রাফিক্স, স্থাপত্য নকশা, ডেস্কটপ প্রকাশনা প্রভৃতি নানা কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে। '১০/১৫ বছর আগে যে প্রতিবন্ধী কাজ করতে অক্ষম ছিল সেই আজ ব্যবসা করছে, নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে সৃষ্টিশীল কাজে।' – কথাটি ইনিষ্টিটিউট অন অ্যাপলাইড টেকনোলজীর পরিচালক হাওয়ার্ডসেনের। তাঁর সংস্থাটি কমপিউটারকে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে গবেষণা করে এবং প্রতিবন্ধীদের কমপিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক প্রতিবন্ধীই হয়েছেন স্বাবলম্বী। মিঃ গ্রিনবার্গ 'বব গ্রিনবার্গ স্পোর্টস রিপোর্টস' শুরুর পূর্বে ছিলেন বেকার আর এখন ডন ডালটনের মাইক্রো ওভার ফ্লো থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এবং তার দৃষ্টিহীন স্ত্রী কমপিউটারের মাধ্যমে ক্রীড়া তথ্য সরবরাহ করে বছরে আয় করছেন ত্রিশ হাজার ডলার।

অফিসে কর্মরত স্টীফেন হকিং। ওভানুধ্যায়ীরা চেয়ারের সাথে সংযুক্ত বিশেষ কমপিউটার স্ক্রীন থেকে হকিং-এর মনের কথা পড়ে নেন।

'কাজ আপনাকে ডেকে নেবে না, কাজের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে।' – আরেক প্রতিবন্ধী মার্ক এডিসনের কথা। পাঁচ বছর আগে এক জটিল অসুখে মার্কের স্নায়ুর কার্যকারিতা ও কথা বলার ক্ষমতা কমে যায়। এতদসত্ত্বেও তিনি তার এম. সি. এস্ত্র কোম্পানীর মাধ্যমে বছরে আয় করছেন ২৫ লক্ষ ডলার। মার্ক নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তার এই যাদুকরী সাফল্যের পিছনে রয়েছে তাকে সচলকারী কমপিউটার। তবে তাঁর মতে সব ধরনের কমপিউটার যদি প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে পরিবর্তিত করা যেত তবে তা তাদের বিকাশে আরো ফলপ্রসূ হতো।

কমপিউটার ও টেলিযোগাযোগ কোম্পানীগুলো প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরী করে থাকে উন্নত যন্ত্রপাতি। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাজি ইঞ্জিনিয়ারিং অন্ধদের জন্য ব্রেইলী পদ্ধতি সম্বলিত পাম টপ কমপিউটার তৈরী করেছে। এতে ৫০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। অন্য কোম্পানী ফেয়ার ফ্যাক্সের এল.সি টেকনোলজী তৈরী করেছে 'আইগেজ' কমপিউটার, যে প্রতিবন্ধী শুধুমাত্র একটি চোখ নাড়াতে সক্ষম তার সুবিধার্থে এ কমপিউটারে রয়েছে একটি ভি.ডি.ও ক্যামেরা। প্রতিবন্ধীটি মনিটরের কোন অংশ দেখছেন এটা বোঝার জন্য ক্যামেরাটি প্রতি সেকেন্ডে ঐ ব্যক্তির চোখের মনির ত্রিশটি ছবি তুলে নেয়। কমপিউটারের মনিটরে একটি কী-বোর্ড ডিসপ্লে করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি ১/৪ সেকেন্ড বা তারও বেশী সময় নিয়ে কী-বোর্ডের প্রয়োজনীয় চাবিটির দিকে নজর দিলেই কমপিউটার সে নির্দেশ বুঝে নেয়। এভাবে প্রতিবন্ধীটি কেবল একটি চোখ দিয়েই নিপুনভাবে কী-বোর্ড চালিয়ে কাজ করতে পারেন কমপিউটারে।

এপল কমপিউটার প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় প্রথম থেকেই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কোম্পানীটি বিশ্বের নানান স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি বিশেষ ইউনিটও গঠন করেছে। ইউনিটের ম্যানেজার অ্যালাইন ব্রাইটম্যান তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'শুরুতে আমরা এটাই বোঝাতে চেয়েছি যে প্রযুক্তি প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করতে পারে। আর আজ হাজারো প্রযুক্তির হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে প্রতিবন্ধীর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের বিরূপ ধারণা।'

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেস রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের হিসাব অনুসারে প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে প্রায় এক হাজার কমপিউটারভিত্তিক ডিভাইস। ফলে একজন প্রতিবন্ধী তার উপযোগী ডিভাইসটি বাছাই করতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে যায়। তাই অধিকাংশ প্রতিবন্ধী তাদের উপযোগী কমপিউটার ডিভাইসটি নেবার ক্ষেত্রে মাইক্রো ওভার ফ্লো-এর মত কোম্পানীর পরামর্শ গ্রহণ করে। সানদিয়াগোর একটি আইন সংস্থার মালিক মিঃ পিনোক তেমনটিই করেছিলেন।

আড়াই বছর আগে মস্তিষ্কে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়ায় তিনি বাম বাহুর সচলতা হারান। কিছুদিনের জন্য পিনোক নিজের তৈরী বিশেষ ধরনের যন্ত্র কৌশল দ্বারা বাহুকে সুস্থির রাখেন যাতে কীবোর্ড চালাতে পারেন। পরবর্তীতে সানদিয়াগোর স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করলে তারা পিনোকের তৈরী মডেল অনুসারে একটি বাহু আচ্ছাদন (Sleeve) তৈরী করে দেয় যেটা পিনোকের বাহু ও কী বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বাহু আচ্ছাদনের ভিতরে সংযুক্ত চাকার সাহায্যে পিনোক স্বচ্ছন্দে কী-বোর্ডের উপর তার বাহুটি নাড়াচাড়া করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় বার্টন টিপে কমপিউটার চালিয়ে তার ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয়ে হিসাব রাখেন।

পক্ষাঘাত ও জুরাগ্রস্ত যে মানুষটির খ্যাতি পৃথিবী জোড়া, যিনি পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বকালের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী তিনি হলেন স্টিফেন হকিং। মাত্র একুশ বছর বয়সে মটর নিউরণ ডিজিজ নামক বড় ধরনের প্যারালাইসিস তাকে চলৎশক্তিহীন করে দেয়। এখন তিনি হাঁটতে পারেন না, লিখতে পারেন না, এমন কি কথাও বলতে পারেন না। অচল, অবশ শরীরের বাম

(৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

লোটাস বিচিত্রা

— রেজাউল করিম

১) বিচিত্র গ্রাফ (নকসা)

লোটাসের গ্রাফ ফিচারের সাহায্যে সাধারণ লাইন, বার, স্ট্যাকবার, পাই, হাইলোক্লোজ গ্রাফ ছাড়াও নানা নক্সা তৈরী করা যায়। ছবির গ্রাফটি তৈরীর জন্য পাশাপাশি কলামে নীচে যেমন দেখানো আছে তেমনি ভাবে সংখ্যাগুলো লিখুন। উদাহরণের জন্য A ও B কলাম দেখানো হয়েছে।

	A	B	C
1	0	0	0.03
2	1	0	
3	1	1	
4	0	1	
5	0	0	

এরপর cell A6 এ নীচের ফর্মুলাটি লিখুন

+A1– (A1– A2) * d1

তারপর cell D1 এ আর একটি ফর্মুলা লিখুন +1-C1

এটি লেখা হয়ে গেলে C1 সেলে এ 0.03 টাইপ করুন, এরপর A6 এর ফর্মুলাটি A6 থেকে B200 রেঞ্জ পর্যন্ত কপি করুন। তারপর /GT নির্দেশ দেবার পর XY GRAPH নির্বাচন করে X ডাটা রেঞ্জ এর জন্য A1থেকে A200 ও A ডাটা রেঞ্জ এর জন্য B1 গ্রাফটি থেকে B200 নির্বাচন করে /GV নির্দেশ দিলে গ্রাফটি দেখতে পারবেন। গ্রাফ টাইপ যদি লাইন বা পাই নির্বাচন করেন তাহলে অন্য রকম নক্সা দেখা যাবে।

Cell C1 এ 0.01 থেকে 0.09 অথবা .1 থেকে .9 অথবা 0.001 থেকে .009 টাইপ করলে ভিন্নধর্মী নক্সা তৈরী হবে, তার সাথে Graph type line, xy অথবা PIE নির্বাচন করে নক্সার বৈচিত্র বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২) একাধিক লেবেল কে সহজে নাম্বার এ পরিবর্তন করা

একটি বা অল্প-কয়েকটি cell এ যদি সংখ্যা Label হিসাবে থাকে তাহলে F2 (EDIT) চাবি ব্যবহার করে সংখ্যা বা সংখ্যাগুলির লেবেল বোধক চিহ্ন মুছে Number এ রূপান্তরিত করা খুব বিরক্তি বোধক মনে হবে না। কিন্তু একটা পুরো কলাম জুড়ে এইরকম লেবেল থাকলে এই পদ্ধতিতে কাজ করে ভালো লাগার কথা নয়। এক্ষেত্রে @value ফাংশনটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নীচের উদাহরনে cell B2 থেকে B6 পর্যন্ত কোর্ড গুলি লেবেল হিসাবে আছে।

	A	B	C	D
1		code		
2		10		10
3		12		12
4		14		14
5		19		19
6		23		23

এগুলিকে Number এ পরিবর্তন করতে হলে একটি খালি কলাম বেছে নিতে হবে, কলাম D নির্বাচন করা হলো। D2 cell-এ টাইপ করতে হবে @ value (B2), তারপর D6 পর্যন্ত ফর্মুলাটি কপি করতে হবে। এরপর নির্দেশ দিতে হবে / Range value বা সংক্ষেপে /RV, convert what? এর উত্তরে টাইপ করতে D2..D6 হবে এবং to where এর উত্তরে টাইপ করতে হবে B2 তাহলেই কলাম B তে লেবেলগুলির সংখ্যায় পরিবর্তিত রূপ দেখা হয়ে যাবে। এরপর /Range Erase বা /RE নির্দেশের সাহায্যে D2..D6 রেঞ্জটি মুছে ফেলতে হবে।

৩) একাধিক নাম্বারকে সহজে লেবেল এ পরিবর্তন করা

এক্ষেত্রে F2 (EDIT) চাবি ব্যবহারের না করে @string ফাংশন ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখা দরকার এই ফাংশন ব্যবহার করতে হলে cell reference এর পর কমা দিয়ে শূন্য (০) থেকে পনেরো (১৫) পর্যন্ত যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে হয়। এই সংখ্যাটি বোঝায় কত দশমিক স্থান পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হবে।

নীচের উদাহরনে cell B2 থেকে B6 পর্যন্ত কোডগুলি Number হিসাবে আছে।

	A	B	C	D
1		code		
2		10.10		10.10
3		20.30		20.30
4		30.50		30.50
5		40.60		40.60
6		50.66		50.60

এগুলিকে Label এ রূপান্তরিত করতে হলে পূর্বের মতো একটি খালি কলাম বেছে নিতে হবে। D কলাম নির্বাচন করে D2 cell এ টাইপ করা হলো @ string (B2,2). B2 লেখার পর কমা দিয়ে ২ লেখায় অর্থ দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হোক। D6 পর্যন্ত ফর্মুলাটি কপি করার পর পূর্বের মতে /RV, /RE নির্দেশ ব্যবহার করলে উদ্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন হবে।

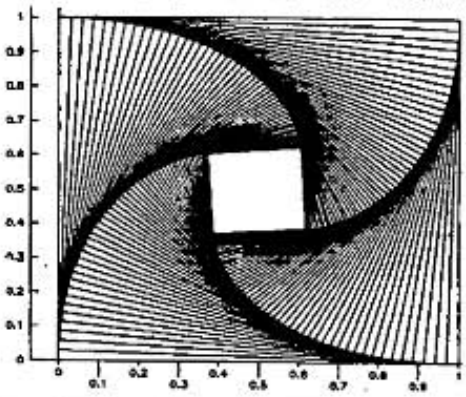

ব্যাংকিং সফটওয়্যার

(২২ পৃষ্ঠার পর)

সব অপারেটিং সিস্টেমে এ টু জেড চলে। সফটওয়্যারটি তৈরী করা হয়েছে আর এম কোবল ভাষায়। সফটওয়্যারটির পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার পূর্বে এর বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সহযোগী হিসেবে রাখা হয়েছে বিভিন্ন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার সেগুলোর মধ্যে রয়েছে চলতি হিসাবের জন্য সফটওয়্যার। সঞ্চয়ী হিসাব, ফিক্সড ডিপোজিট, লোন এবং অগ্রীম হিসাব এবং জেনারেল লেজার হিসাব ইত্যাদির জন্য আলাদা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

এ এস এম ওয়াসী

এছাড়া এটার বিভিন্ন সুবিধাদি রয়েছে। যেমন যে কোন সহযোগিতা কোম্পানীটি দিয়ে থাকে গ্রাহককে। দৈনিক মাসিক ও বাৎসরিক হিসাবের প্রক্রিয়াকরণ-এর সুবিধাও রয়েছে।

জনাব ওয়াসী জানান, সফটওয়্যারটি ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য পান এবং তাদের হিসাবপত্র মাল্টি ইউজার সিস্টেমের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কিছু অসুবিধার কথা জানান যেমন, একই সময়ে যদি একই নাম্বারের একাউন্ট হোল্ডারের দুইটি চেক পৃথক দুইটি কাউন্টারে আসে তবে দুই দুইজনই সর্বশেষ ব্যালেন্স দেখে হয়তো চেকটা ক্লিয়ার করে দিবেন। কিন্তু দুইটি চেকে একত্রে টাকার পরিমাণ যদি ব্যালেন্সের বেশি হয় তখনই বিপদ ঘটবে। মাল্টি ইউজার সিস্টেমে একটি লাইনে এক্সেস থাকলে যেন অন্য সব নাম্বার একই একাউন্টের জন্য বন্ধ করে রাখা যায়, সেরকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। তারা নির্ভুলভাবে স্বল্প সময়ে হিসাব বের করে নিতে পারছেন।

এছাড়া কথা হয় এ টু জেড এর একটি শাখার ব্যবস্থাপক বিষ্ণু সাহার সাথে। তিনি জানান, ব্যাংকিংগাতে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে শুধুমাত্র ব্যাংকের লোকজনই সুবিধা ভোগ করে না, সেই ব্যাংকের সমস্ত গ্রাহকও যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন। ❑

সংশোধনী

কমপিউটার জগৎ অক্টোবর ১৯৯৩ সংখ্যার ১৫ পৃষ্ঠায় ২ ঘন্টার স্থলে ২৪ ঘন্টা পড়তে হবে। ১৬ পৃষ্ঠার হাবিব ব্যাংকের স্থলে হবে উইনাইটেড ব্যাংক পড়তে হবে এবং যেটি বাংলাদেশ আমলে হয়েছে জনতা ব্যাংক। একই পৃষ্ঠায় ব্যাংক ইন্দোসুয়েজের স্থলে হবে জনতা ব্যাংক। এবং ICL 1401 এর স্থলে পড়তে হবে ICL 1901.

কমপিউটারের কল্যানে

(৬১ পৃষ্ঠার পর)

হাতের দুটো আঙ্গুল নাড়াতে পারেন মাত্র। চলাফেরা করেন একটি বৈদ্যুতিক হুইল চেয়ারে। হুইল চেয়ারের সাথে যুক্ত দুটি কমপিউটারের বোতাম টিপে তিনি শব্দ তৈরী করেন। তারপর সেগুলো ভয়েস সিনথেসাইজারের ভিতর দিয়ে যান্ত্রিক কথা হয়ে অন্যদের কাছে পৌঁছায়। এভাবেই কমপিউটারের সাহায্যে ৫১ বছরের এই জীবন্ত কিংবদন্তী সমস্ত জ্বরাকে জয় করে অনবরত এই মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের সামনে জ্ঞানের ভান্ডার উন্মোচন করে চলেছেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টরেট অব সায়েন্স' ডিগ্রীতে ভূষিত হকিং-এর সম্মানে আয়োজিত কনসার্টে হকিং যখন শ্রোতৃমন্ডলীকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য হুইল চেয়ার নিয়ে মঞ্চে ওঠেন তখন উপস্থিত সকল নরনারী কেঁদে ফেলেন, অবাক বিস্ময়ে চলৎশক্তিহীন রোগের কাছে অসহায় অথচ পরাভব না মানা আত্মপ্রত্যয়ী মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, **যে কোন জনগোষ্ঠীর শতকরা দশভাগ প্রতিবন্ধী**। এ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক কোটি মানুষ প্রতিবন্ধীত্বে ভুগছে এবং এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কমপিউটারের সাহায্যে এই সব প্রতিবন্ধীদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেননা এই বিপুল জনসমষ্টিকে অকর্মন্য রাখলে শুধু তাদের জীবনই দুর্দশাগ্রস্থ হয় না বরং জাতীয় অগ্রযাত্রার পথেও তা হয় অন্তরায়। ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের আওতায় এই এক কোটি প্রতিবন্ধীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উদ্যোগ নেবেন, তাদেরকে সামাজিক বোঝার দায় থেকে মুক্ত করে কল্যাণমুখী শক্তিতে পরিণত করবেন এমন সুন্দর প্রত্যাশা সত্যি হয়ে উঠুক। ❑